ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ১৯৯৭-৯৮ ও তাহার পূর্ববর্তী (স্বাধীনতা উত্তর কালের) নিরীক্ষা বৎসরসমূহের হিসাব, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এই অডিট রিপোর্ট প্রণীত হইয়াছে।

এই রিপোর্টটি মূলতঃ ১৯৯৭-৯৮ সালের হইলেও রিপোর্টটিতে ১৯৯৭-৯৮ সালের ২টি, ১৯৯৬-৯৭ সালের ৬টি, ১৯৯৫-৯৬ সালের ৫টি, ১৯৯৪-৯৫ সালের ৬টি, ১৯৯৪-৯৬ সালের ১টি, ১৯৯৩-৯৪ সালের ১টি, ১৯৯২-৯৪ সালের ১টি, ১৯৯২-৯৬ সালের ১টি, ১৯৯২-৯৭ সালের ৮টি, ১৯৯১-৯৬ সালের ১টি, ১৯৯১-৯৭ সালের ১৪টি, ১৯৮৯-৯৬ সালের ১টি সর্বমোট ৪৭টি অনুচ্ছেদ রহিয়াছে। এই ৪৭টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৬টি অনুচ্ছেদকে একীভূত করিয়া ৭টি যৌথ খসড়া অনুচ্ছেদ এবং অবশিষ্ট (৪৭-২৬)=২১টি অনুচ্ছেদকে স্বতন্ত্র খসড়া অনুচ্ছেদ হিসাবে অর্থাৎ সর্বমোট (৭+২১) = ২৮টি খসড়া অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাব বিলম্বে প্রাপ্তির কারণে নিরীক্ষা ফলাফল প্রক্রিয়া করণে বিলম্ব হইয়াছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন (১৯৭৫ সালের ১৪ নম্বর সংশোধিত আইনসহ পঠিতব্য) এর বিধান অনুযায়ী সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

আটটি মন্ত্রণালয়ের তেইশটি সরকারী বিভাগ/দপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ত অডিট অধদপ্তরের নিরীক্ষাধীন। সরকারী বিভাগ/দপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের হিসাব সম্পর্কে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। এই রিপোর্টটি পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত হয়। উত্তর নিরীক্ষার (Post Audit) আওতায় নমুনা মূলক নিরীক্ষা (Test Audit) ও শতকরা হার ভিত্তিক নিরীক্ষা (Percentage Audit) কার্যক্রমের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া এই অডিট রিপোর্ট প্রণীত হয়।

স্থানীয় পরিদর্শনে ও নিরীক্ষায় যে সব আর্থিক অনিয়মকে গুরুতর বিবেচনা করিয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেই সকল অনিয়মকে সরকার ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মধ্যে বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী নিরীক্ষাধীন কার্যালয়, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এমন কি “প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার” হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সহিত বিভিন্ন পর্যায়ে ও উপায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে নিস্পত্তির প্রচেষ্টা চালানোর পরও যে সকল গুরুতর আর্থিক অনিয়মের ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই, সেই সকল অনিয়মের বিবরণ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই রিপোর্টে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে ৪৭টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ১৯৯৭-৯৮ সালের হিসাব উপকরণাদি এবং আয় ব্যয় ও আর্থিক ফলাফলের ভিত্তিতে চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩০শে, জুন ১৯৯৮ তারিখের স্থিতিপত্র না পাওয়ায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষা মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া, এই রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়ক অংশে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৯৯৫-৯৬ হইতে ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ১৯৭১-৭২ হইতে ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক সালের হিসাবের উপর উত্থাপিত, মীমাংসিত ও অমীমাংসিত আপত্তির সংখ্যা ও জড়িত টাকার বিবরণী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট অমীমাংসিত আপত্তির সংখ্যা ৭,৭৬৯টি। এই ক্ষেত্রে পাবলিক একাউন্টস কমিটির সুপারিশ/নির্দেশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গৃহীত কার্যক্রমের কোন অগ্রগতি না থাকায় এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পেশকৃত অপরাপর অডিট রিপোর্টের মধ্যে কোন অডিট রিপোর্ট উক্ত কমিটি কর্তৃক আলোচিত না হওয়ায় পাবলিক একাউন্টস কমিটির সুপারিশ/নির্দেশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।